বালক বঙ্কিমচন্দ্র

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

এমন বাঙ্গালী নাই যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নাম না শুনিয়াছেন। দধীচি মুনি যেমন নিজের বুকের হাড় উপ্‌ড়াইয়া দেবতাদের হিত করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি তাঁহার সমস্ত জীবন বাংলা-সাহিত্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলাদেশের গুরু বলা যাইতে পারে। যে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের আজ এত উন্নতি, সেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র গড়িয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—শেষ বয়সে

এহেন মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন তাহা জানিতে খুবই ইচ্ছা হয়। তাহাই আজ বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০০ সালে মারা যান। তাঁহার জন্ম হয় চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে সরকারী কাজ করিতেন। তিনি শিশু বঙ্কিমকে সেখানে লইয়া যান। মেদিনীপুরে পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের হাতেখড়ি হয়। ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র মাতার সহিত কাঁটালপাড়ায় আসেন।

কাঁটালপাড়ায় এক পাঠশালায় তাঁহাকে ভর্ত্তি করা হয়। তাঁহার গুরুমহাশয়ের নাম রামপ্রাণ সরকার। অনেক ছেলের ক খ শিখিতেই দু'তিনখানা প্রথমভাগ ছিঁড়িয়া যায়। আবার দু'তিনখানা প্রথম ভাগেও অনেক ছেলের শেখা হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কি রকম বুদ্ধি ছিল শুনিলে অবাক হইবে।

গুরুমহাশয় তাহাকে ক খ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আরম্ভ করিবার খানিক পরেই বঙ্কিমের ক খ মুখস্থ হইয়া গেল। গুরুমহাশয় 'অলস অবশ' পড়াইতে বসিলেন। তাহাও বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়া ফেলিলেন। গুরুমহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন। 'পশম যশম' পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিম বলিলেন—"অলস অবশ শিখ্‌লেই 'পশম যশম' শেখা হয়ে গেল। আর কি পড়্‌ব বলুন ?"

গুরুমহাশয় 'গীত কাঁট' ধরাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বঙ্কিমের কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। গুরুমহাশয় তখন ভয়ে ভয়ে বলিলেন—"বাবা বঙ্কিম, এরকম করে' পড়্‌লে তোমায় আর ক'দিন পড়াতে পারব ?"

আট নয় মাস পরে বঙ্কিম তাঁহার পিতার কাছে মেদিনীপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। একদিন এক সমপাঠীর সঙ্গে বঙ্কিম স্কুলে যাইতেছিলেন এমন সময় দেখিলেন, দূরে এক খোট্টা বানর লইয়া ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছে। ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া বঙ্কিম অনেকক্ষণ ধরিয়া বানরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "বাঁদরটাকে আমাদের ক্লাশে ভর্ত্তি করে' দিলে হয়, ইংরেজী শিখ্‌বে।"

বানর দেখিতে গিয়া ক্লাশে আসিতে দেরী হইয়া গেল। মাষ্টারমহাশয় বঙ্কিমকে খুব বকিলেন। আগেকার প্রায় একমাসের পড়া তখন তাঁহার বাকী ছিল। বঙ্কিম মাষ্টারমহাশয়ের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ক্লাশের এক কোণে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক মাসের পড়া শেষ করিয়া তিনি মাষ্টারমহাশয়কে দিলেন। মাষ্টারমহাশয় তখন অবাক্ হইয়া গেলেন, খুসীও হইলেন।

ছেলেরা যেমন ছুটির পর খেলাধূলা করে, বঙ্কিম তেমন করিতেন না। সে-সময় তিনি স্কুলের বই ছাড়া অন্য বই পড়িতেন। তিনি তাস খেলিতে খুব ভালবাসিতেন। কোন কোন দিন তাসও খেলিতেন।

ইহার পর বঙ্কিম কাঁটালপাড়ায় আসেন। সেখান হইতে হুগলী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন এন্ট্রান্স্ বা আই-এ বি-এ পরীক্ষার চলন হয় নাই। তখন সিনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষা ছিল। বঙ্কিমের বয়স যখন নয় বৎসর তখন তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন।

তিনি একবার যাহা শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। যে রকমের অঙ্ক একটা কশিতেন সে রকম অঙ্ক আর কশিতে হইত না, টপাটপ কশিয়া দিতেন। ক্লাশে যখন ত্রৈরাশিক (Rule of Three) শেখান হইত, বাড়ীতে তখন তিনি ডিস্‌কাউন্ট (Discount) কশিতেছেন। স্কুলে যখন ছোট ছোট ইতিহাস পড়ানো হইত, বাড়ীতে তখন তিনি মোটা মোটা বড় বড় ইতিহাস পড়িয়া শেষ করিতেছেন। এই রকমে ক্লাশের সকল প্রকার পড়াতেই তিনি আগাইয়া যাইতেন। কোন ছেলে তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিত না।

বাল্যে বা কৈশোরে বঙ্কিম এক জায়গায় বেশীক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। একমনে পড়িতে পড়িতে এদিক্ ওদিক্ জায়গা বদ্‌লাইয়া বসিতেন। তাঁহার মধ্যে প্রতিভা ছিল বলিয়া তিনি চঞ্চল ছিলেন।

হুগলী-কলেজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরীর প্রায় সব বই বঙ্কিম পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইতিহাস, জীবন-চরিত, সাহিত্য, কাব্য তিনি অনেক পড়েন। এইসব পড়ার জন্য ক্লাশের পড়া পড়িয়া থাকিত। পরীক্ষার কিছু আগে পাঠ্যপুস্তকগুলি ঝাড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। অথচ, প্রত্যেক পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিতেন।

যাঁহারা বড় লেখক বা বড় কবি তাঁহারা এই রকম অসংখ্য বই পড়িয়া ও প্রচুর পরিশ্রম করিয়া তবে বড় হইয়াছেন।